ভৈরব তীরের বিস্মৃত শৌর্য ও আধুনিকতার জনপদ মেহেরপুর

“খনা-মিহিরের জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে মুজিবনগরের প্রথম সূর্যোদয়—ভৈরব তীরের এক অবিনশ্বর জনপদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংগ্রামী ইতিহাসের প্রামাণ্য ইশতেহার।”

১. জনপদের প্রাচীনত্ব: ভৈরব ও মাথাভাঙ্গার আদি সাক্ষ্য

মেহেরপুর নামটির পেছনে যেমন সাধক মেহের আলী শাহর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তেমনি এই জনপদকে ঘিরে আছে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদীর হাজার বছরের ইতিহাস। এক সময় এই নদীগুলোই ছিল বাংলার বাণিজ্যের ধমনী। আমরা কি জানি, আজ থেকে কয়েকশ বছর আগে মেহেরপুর ছিল অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র? বিশেষ করে নীল চাষের আগে এখানে দেশি তাঁতশিল্প এবং কৃষিপণ্যের যে প্রাচুর্য ছিল, তা পুরো মহকুমার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

২. আমঝুপির নীলকুঠি: শোষণের বিরুদ্ধে নীরব দ্রোহ

মেহেরপুরের ইতিহাসে নীলকুঠি এক বেদনার নাম। আমঝুপির নীলকুঠি কেবল সাহেবদের বিলাসের আস্তানা ছিল না, এটি ছিল মেহেরপুরের কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ শোষণের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হলো—এই মেহেরপুরের মাটি থেকেই নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। এখানকার কৃষকরা কেবল লাঙল ধরতে জানত না, তারা অধিকার আদায়ের জন্য ব্রিটিশ বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেও জানত। মেহেরপুরের নীল বিদ্রোহের সেই ঝোড়ো হাওয়া পরবর্তীতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩. খনা ও মিহিরের বসতভিটা: জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূতিকাগার

মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় গর্বের জায়গাটি আমরা অনেকেই এড়িয়ে যাই। লোকঐতিহ্য ও ইতিহাসবিদদের মতে, কিংবদন্তি জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এবং তার পুত্রবধূ খনার বসতি ছিল মেহেরপুরের ভৈরব তীরের ‘চন্দ্রভাগ’ গ্রামে। খনার বচন আজও আমাদের কৃষি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। একটি জনপদ কতটা মেধাবী হলে সেখানে শত শত বছর আগে নক্ষত্রের গতিবিধি আর আবহাওয়ার নিখুঁত হিসাব কষা হতো, তা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। মেহেরপুর কেবল রাজনীতির নয়, এটি ছিল এই

উপমহাদেশের আদি বিজ্ঞানচর্চার এক নীরব সাক্ষী।

৪. মেহেরপুরের আধ্যাত্মিক সুবাস: পীর ও বাউলের মিলনস্থল

আধ্যাত্মিকতায় মেহেরপুর সবসময়ই উদার। সাধক মেহের আলী শাহর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ যেমন এর সুফিবাদী ঐতিহ্যকে জানান দেয়, তেমনি মেহেরপুরের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে নাম না জানা অসংখ্য বাউল ও ফকিরদের গান। এখানকার মানুষের রক্তে মিশে আছে অসাম্প্রদায়িকতার বীজ। মেহেরপুরের সেই বাউল গানগুলো কেবল সুর নয়, ছিল জীবনের গভীর দর্শন।

মেহেরপুরের দ্রোহ ও জাগরণের ইতিকথা

৫. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: মেহেরপুরের তপ্ত রাজপথ

মেহেরপুর কেবল শান্ত সুফিবাদী জনপদ ছিল না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এটি ছিল এক আগ্নেয়গিরি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুরের সন্তানদের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেহেরপুরের যুবকরা যেভাবে বিলিতি পণ্য বর্জন করেছিল, তা ছিল অভাবনীয়। আমরা কি জানি, বিপ্লবি বাঘা যতীনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এক গোপন আস্তানা ছিল মেহেরপুরের এই নিভৃত পল্লীগুলোতে? মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল। এই মাটির মানুষের ধমনিতে বইছে সেই দ্রোহের রক্ত, যা কোনোদিন মাথা নত করতে শেখেনি।

৬. শিক্ষা বিস্তারের কারিগর: মেহেরপুর হাই স্কুলের ঐতিহ্য

একটি জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষা, তা মেহেরপুরের মানুষ বুঝেছিল অনেক আগে। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মেহেরপুর মডেল হাই স্কুল (বর্তমানে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল এই অঞ্চলের আধুনিকতার প্রবেশদ্বার। যখন সারা বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে গোঁড়ামি ছিল, তখন মেহেরপুরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে এই স্কুলটি দাঁড় করিয়েছিলেন। এই স্কুলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেছেন এমন অনেক কৃতি সন্তান, যারা পরবর্তীতে সারা ভারতে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। মেহেরপুর কেবল কৃষির ওপর নির্ভর করেনি, তারা কলমকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

৭. নীল বিদ্রোহের বীরগাঁথা: আমঝুপির রক্তরাঙা ইতিহাস

আমরা নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কথা শুনি, কিন্তু মেহেরপুরের সেই বীর চাষিদের নাম জানি না যারা নীল চাষ করতে অস্বীকার করে কারাবরণ করেছিলেন। আমঝুপির নীলকুঠি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের দুর্গ। কিন্তু মেহেরপুরের সাহসী কৃষকরা যখন জোটবদ্ধ হয়ে নীল বুনা বন্ধ করে দিল, তখন লন্ডনের পার্লামেন্ট পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। সেই বিদ্রোহের সময় স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল, তা বর্তমান প্রজন্মের জন্য এক বড় শিক্ষা। মেহেরপুর শিখিয়েছে—একতাই হলো শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

৮. ভাষা আন্দোলন ও মেহেরপুরের চেতনা

১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনেও মেহেরপুর পিছিয়ে ছিল না। ঢাকার রাজপথে যখন সালাম-বরকতরা রক্ত দিচ্ছিলেন, মেহেরপুরের ছাত্রসমাজ তখন ভৈরব তীরের রাজপথে মিছিল বের করেছিল। পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মেহেরপুরের অলিগলিতে তখন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—’রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মেহেরপুরের মানুষের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল, যা ১৯৭১ সালে মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে পূর্ণতা পায়।

মেহেরপুর—স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সূর্যালোক

৯. মুজিবনগর: আম্রকাননের সেই অবিনশ্বর শপথ

মেহেরপুরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মুকুট হলো মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, এটি ছিল বিশ্বমানচিত্রে একটি নতুন জাতিসত্তার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ। মেহেরপুরের সেই ধূলিকণা ধন্য হয়েছিল জাতীয় চার নেতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পদভারে। মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ সেদিন যে আতিথেয়তা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মেহেরপুর কেবল একটি জেলা নয়, এটি হলো বাঙালির সার্বভৌমত্বের প্রথম ঠিকানা।

১০. ভৈরব তীরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

মেহেরপুরের মাটি কেবল ফসল ফলায় না, এটি ফলায় কবিতা, গান আর

সংস্কৃতি। মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি থেকে শুরু করে টাউন হলের সেই পুরনো আড্ডাগুলো সাক্ষী দিচ্ছে যে, এখানকার মানুষ কতটা জ্ঞানপিপাসু। স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে মেহেরপুরের শান্ত নিসর্গ আর মানুষের সহজ-সরল জীবনবোধ। মেহেরপুরের বাউল মেলা আর লোকজ উৎসবগুলো আজও প্রমাণ করে যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের এই মাটির সহজাত বৈশিষ্ট্য।

১১. আগামীর মেহেরপুর: ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আধুনিকতা

আজকের মেহেরপুর উন্নয়নের মহাসড়কে পা রেখেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন মানে কেবল বহুতল ভবন বা প্রশস্ত রাস্তা নয়; উন্নয়ন মানে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে লালন করা। আমঝুপির নীলকুঠি থেকে মুজিবনগরের স্মৃতিসৌধ—সবই আমাদের প্রেরণার উৎস। মেহেরপুর প্রতিদিন-এর এই বিশেষ সংখ্যায় আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত, আমরা আমাদের উত্তরসূরিদের কাছে এই বীরত্বগাঁথা পৌঁছে দেব। আমরা যেন ভুলে না যাই, আমরা খনা-মিহিরের উত্তরসূরি, আমরা নীল বিদ্রোহের উত্তরসূরি, আর আমরাই হলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সূর্যোদয়ের সাক্ষী।

উপসংহার: শেকড়ের টানে মেহেরপুর

মেহেরপুর একটি অনুভূতির নাম। ভৈরব নদীর শান্ত স্রোত যেমন তার দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী, তেমনি এখানকার মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি তার আগামীর দিশারি। ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ তার লেখনীর মাধ্যমে এই জনপদের সুখ-দুঃখ আর ইতিহাসের মশাল জ্বালিয়ে রাখুক—প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটাই আমার প্রত্যাশা। মেহেরপুরের প্রতিটি ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে হাজার বছরের বীরত্ব ও মেধার গল্প; সেই গল্পগুলো যেন কোনোদিন ধুলোয় হারিয়ে না যায়।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য

সাংস্কৃতিক চত্বরের স্বাধীনতা দিবস পালন

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর আয়োজনে শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি ও গীতিকার বাশরী মোহন দাস, সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নায়েছ লাবলু, সদস্য মোঃ শাহজাহান, আবুল হাসেম, কবি মাহফুজা সুলতানা সুমি, শিল্পী ও কবি আসাদুল ইসলাম খোকন প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, মুহাম্মদ মহসীন, এস. এম. এ. মান্নান, বাশরী মোহন দাস, শফিকুর রহমান সেন্টু, নূর হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও বদরুদ্দোজা বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরএর আয়োজনে

আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ ও সহ-সভাপতি রফিকুল আলম।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) আব্দুল মজিদ, ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদুর রহমান সাজু, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, কবি ও সাংবাদিক জি. এফ. মামুন লাকী, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, কবি বাশরী মোহন দাস, কবি আবুল হাসেমসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আইন, সমাজসেবা ও সংগঠনে বিশেষ অবদানের জন্য ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন, চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার এবং কবিতা ও গীতিকলাপের জন্য কবি ও গীতিকার ম. গোলাম মোস্তফাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি ম. গোলাম মোস্তফা, বাশরী মোহন দাস, সায়েদুর রহমান সাজু, এস. এম. এ. মান্নান, শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম খোকন, মাইশা ফারজানা ঐশী, ফাতেমা ফিরোজসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের মাসিক সাহিত্য বাসর

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে মাসিক সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সাহিত্য বাসরে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি রফিকুল আলম এবং সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ।

সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদুর রহমান সাজু, শিক্ষক ও কবি মো. আনিছুর রহমান, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মো. শাহজাহান ও সমাজকর্মী দিলারা পারভীন প্রমুখ।

সাহিত্য বাসরে কবিতা পাঠ করেন কবি রফিকুল আলম, ম. গোলাম মোস্তফা, মেহের আমজাদ, এস. এম. এ. মান্নান, আবুল হাসেম, রফিকুল ইসলাম, ডা. মহিবুল ইসলামসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবি, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে মিলনায়তন মুখরিত হয়ে ওঠে।

এক দিনে ভৈরব কেড়ে নিল এক শিশু

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উদ্ধার

মেহেরপুরের ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের ১৭ ঘণ্টা পর মোহাইমিনুল ইসলাম (১৫) নামের এক নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল।

আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোহাইমিনুল সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ৪ বন্ধু ভৈরব নদে গোসল করতে যায়। তাদের মধ্যে মোহাইমিনুল সাঁতার জানত না। সে নদীর কূলে বসে থাকলেও এক পর্যায়ে পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সাথে সাথে স্থানীয়দের খবর দিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। টানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান না পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালালেও ব্যর্থ হয়ে খবর দেন খুলনার ডুবুরি দলকে।

আজ সকালে খুলনা থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ রেসকিউ (ডুবুরি) টিম নদীতে তল্লাশি চালিয়ে ভাসমান অবস্থায় মোহাইমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” তাদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ এবং সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা স্রোতের ১৯০তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল-আমীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং রফিকুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাহিত্য সম্পাদক মিনা পারভীন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু লায়েছ লাবলু, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মোমিনুল হক, আবুল হাসেম, সাদিকুজ্জামান সেন্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শেষ হয়।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের বাংলা নববর্ষ পালন

মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকেলে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. আনোয়ার হোসেন।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাসার, নুরুল আহমেদ,

রফিকুল আলম এবং নাট্য সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কবি এস. এম. এ. মান্নান, আবুল লায়েস লাভলু, নিলুফার বানু, শহিদুল ইসলাম কানান, ফাতেমা ফিরোজ, সাদেকুজ্জামান সেন্টু, রফিকুল ইসলাম, লিয়াকত হোসেন, আবুল হাশেম, মহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।